দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 JAN 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 9

129

3

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

নিরক্ষতা দূরীকরণ ও সুশিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও অবদান যে কত বড় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল স্তরের জনগণের শ্রদ্ধা, আস্থা ও গ্রহণ যোগ্যতাই হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও টিকে থাকার প্রাথমিক শর্ত। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর শ্রদ্ধা ও আস্থা না থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে শিক্ষা-লাভ করা সম্ভব নয়। ইদানিং একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বা শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে এমন কিছু সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে যা সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সমাজের প্রতি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সংবাদের সত্যতা নিয়ে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছে। এমনও দেখা গেছে কোন কোন সংবাদের কোন ভিত্তিই নেই। বিদ্বেষ-বশতঃ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মহলবিশেষ সাংবাদিকদের বিভ্রান্ত করে ভুল সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি সমাজের আস্থা ও শ্রদ্ধা হ্রাস পেয়েছে। দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই সার্বজনীন, ব্যক্তি-বিশেষের নয়। কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে গিয়ে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি নিয়েই অনেক সময় আমরা টানাটানি শুরু করি। কিন্তু এর কি পরিণাম, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি অশ্রদ্ধা ও আস্থাহীনতা আমাদেরকে কোন অন্ধ গহবরে নিক্ষেপ করবে সেদিকে আমরা মোটেই তাকাই না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নৈরাজ্যকর অবস্থা, ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে কিছু লেখা যাবে না এমন অযৌক্তিক কথা আমরা বলি না, তবে লেখা হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ এবং তাতে কোনরূপ বাড়াবাড়ি থাকবে না। এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। পরিশেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানহানি হয় এমন কোন ক্ষতিকর সংবাদ প্রকাশের পূর্বে তথ্যের নির্ভুলতা যত্ন ও সতর্কতার সাথে যাচাই করা হবে--সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এটাই প্রত্যাশা।

মোঃ আবদুর রউফ
১৫৪ মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।